অর্থ সাশ্রয়ের’ লক্ষ্যে অনলাইনে সারাদেশের মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ‘মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর’ (মাউশি)। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সমন্বয়হীনতা, যথাযথ প্রস্তুতির ঘাটতি, যথাসময়ে শিক্ষকদের অবহিত না করা, ইন্টারনেটের ধীরগতি ও সময় বিভ্রাটের কারণে এক লাখের মতো শিক্ষক ‘নামকাওয়াস্তে’ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বাকি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

advertisement 4

এ বিষয় এনসিটিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ফরহাদুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, ‘মাস্টার ট্রেইনারদের (প্রশিক্ষক) প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এই মাস্টার ট্রেইনাররা আবার উপজেলা পর্যায়ে সরাসরি বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন।’

জানা গেছে, উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ গত ১৭ ডিসেম্বর শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ‘অর্থের জোগান’ না হওয়ায় সেটি হয়নি। পরবর্তীতে গত ২৬ ডিসেম্বর এই প্রশিক্ষণ শুরু করার কথা ছিল, তাও হয়নি। এরপর ২৭ ডিসেম্বর অনলাইনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষকই ওইদিন প্রশিক্ষণের সময়সূচি জানতে পারেননি।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমরা ১ জানুয়ারির আগেই সব শিক্ষকের প্রশিক্ষণ চেয়েছিলাম। ক্লাস শুরু করার আগেই এটা চেয়েছিলাম। মোট ছয় দিনের প্রশিক্ষণ পাবেন শিক্ষকরা। এখন এটি জানুয়ারিতে শুরু হচ্ছে। সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।’

মাউশির প্রশিক্ষণ শাখার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী ৬ ও ৭ জানুয়ারি উপজেলা পর্যায়ে সরাসরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরপর জানুয়ারির মাঝামাঝিতে নতুন শিক্ষাক্রমের ওপর শিক্ষার্থীদের পাঠদান শুরু করবেন শিক্ষকরা।

এনসিটিবি ও মাউশির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন শিক্ষাক্রমের ওপর প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষকের প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। মাউশির অধীনে বাস্তবায়ন হওয়া ‘সেসিপ’ প্রকল্প থেকে এই টাকার বরাদ্দ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাউশি, প্রকল্প কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতনদের গাফিলতিতে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এই অর্থ বরাদ্দের ‘সম্মতি’ পেতে বিলম্ব হয়। এ কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ‘তালগোল’ পেকে যায়।

এনসিটিবির তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিকের প্রথম এবং মাধ্যমিকের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রমে পাঠ্যদান হচ্ছে। নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে মোট ১০টি করে বই থাকছে। বইগুলো হলো বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিকবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, জীবন ও জীবিকা, ধর্ম এবং শিল্প ও সংস্কৃতি। তবে সময় স্বল্পতার কারণে এখনই সব বিষয়ের ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে না। পর্যায়ক্রমে সবাইকে প্রশিক্ষণের আওতায় নেওয়া হবে বলে মাউশির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষকরা এক বছরের বেশি সময় নিয়ে বইয়ের পা-ুলিপি প্রণয়ন করেছেন। এসব বই ‘সাধারণ শিক্ষকদের’ পক্ষে ৫-৭ দিনের প্রশিক্ষণে আয়ত্ত করা কঠিন। এত তাড়াহুড়া করে নতুন শিক্ষাক্রম এবার চালু না করলেই ভালো হতো বলে মনে করছেন এই শিক্ষকরা।

এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যে, ২০২৩ সালে প্রস্তুতির ঘাটতির কারণে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এবার নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন স্থগিত রাখা হতে পারে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণির নতুন কারিকুলাম ২০২৪ সালে শুরু হবে। এর সঙ্গে আগামী বছর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি এবং অষ্টম ও নবম শ্রেণি, ২০২৫ সালে পঞ্চম ও দশম শ্রেণি, ২০২৬ সালে একাদশ এবং ২০২৭ সালে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় আসবে।

এদিকে নতুন শিক্ষাক্রমের ক্লাসের দায়িত্ব শুধু প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের দিতে সব প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। একটি শ্রেণির একটি বিষয়ে একজন শিক্ষককেই দায়িত্ব দেওয়া যাবে। একই ক্লাসের একই বিষয়ে একাধিক শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে নির্দেশনাও জারি করেছে মাউশি।